104769 - “আমরা দোযখের ভয়ে কিংবা জান্নাতের লোভে আপনার ইবাদত করি না” এ উক্তির প্রত্যাখ্যান

প্রশ্ন

আমি অনুভব করছি যে, আমি জান্নাতের লোভে ও জাহান্নামের ভয়ে ইবাদত-বন্দগেী করি; আল্লাহর ভালবাসা থেকে নয় কিংবা নেকেকাজের ভালবাসা থেকে নয়। এর কারণ কি? এ রোগের চিকিৎসার উপায় কি? আমি যে কোন ইবাদত শুধু আল্লাহর ভালবাসা থেকে আদায় করতে চাই এবং নেকেকাজকে ভালবেসে আদায় করতে চাই। সেটা অর্জন করার উপায় কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

সম্মানিত ভাই, আপনার এমন প্রশ্নের উৎস হচ্ছে প্রসিদ্ধ সে উক্তিটি “আমরা আল্লাহর জাহান্নামের ভয়ে কিংবা তাঁর জান্নাতের লোভে তাঁর ইবাদত করি না। বরং আল্লাহর ভালবাসা থেকে আমরা তাঁর ইবাদত করি! কউে কউে এ উক্তিটিকে অন্যভাবে উল্লেখ করে থাকেন। সে উক্তিটির মর্মার্থ হল: যে ব্যক্তি আল্লাহর দোযখের ভয়ে তার ইবাদত করে সেটা হচ্ছে- দাসের ইবাদত। যে ব্যক্তি আল্লাহর জান্নাতের লোভে তাঁর ইবাদত করে সেটা হচ্ছে ব্যবসায়ীদের ইবাদত। তারা দাবী করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ভালবাসা থেকে তাঁর ইবাদত করে সে হচ্ছে প্রকৃত আবেদ (ইবাদতগুজার)!!

উক্ত ভাবটি প্রকাশ করার শব্দ বা ভাষা যেটাই হোক না কেন এবং উক্তিকারক যিনিই হন না কেন- এটি ভুল। এটি পবিত্র শরিয়তের সাথে সাংঘর্ষিক। এর প্রমাণ হচ্ছে:

১. প্রিয় ভাই! ভালবাসা, ভয় ও আশা এগুলোর মধ্যে তো কোন সংঘর্ষ নেই যে, আপনাকে শুধু আল্লাহর ভালবাসা থেকে তাঁর ইবাদত করতে হবে। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে ও আশা করে আল্লাহর ভালবাসা তার মধ্যে অনুপস্থিতি থাকতে হবে; বিষয়টি এমন নয়। বরং হতে পারে সে ব্যক্তি আল্লাহর ভালবাসার দাবীদার অনেকের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভালবাসে।

২. আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আকিদা হচ্ছে- শরয়ি ইবাদত: মহব্বত ও সম্মানকে অন্তর্ভুক্ত করে। মহব্বত আশা তৈরী করে; আর সম্মান ভয় তৈরী করে।

শাইখ মুহাম্মদ বনি ছালহে উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

ইবাদত দুইটি মহান বষিয়রে উপর প্রতষ্ঠিতি: ভালবাসা ও সম্মান। আর এ দুইটি থকেে তরৈী হয়: "তারা সৎকাজে ঝাঁপয়িে পড়ত, আর তারা আগ্রহ ও ভীতরি সাথে আমাকে ডাকত এবং তারা ছলি আমার কাছে ভীত-অবনত।"[সূরা আম্বয়িা, আয়াত: ৯০] সুতরাং ভালবাসার মাধ্যমে আগ্রহ তরৈী হয় এবং সম্মানরে মাধ্যমে ভয়-ভীতি তরৈী হয়। এ কারণইে তো ইবাদত হচ্ছে- কতগুলো আদশে ও নষিধে। নর্দিশেগুলোর ভত্তিি হচ্ছে- আগ্রহরে উপর এবং নর্দিশেকারীর কাছে পৌঁছার অভপ্রিায়রে উপর। আর নষিধেগুলোর ভত্তিি হচ্ছে- সম্মান করা ও এ সম্মানতি সত্তাকে ভয় করার উপর।

যদি আপনি আল্লাহকে ভালবাসনে তাহলে তাঁর কাছে যা আছে সটো পাওয়ার জন্য ও তাঁর কাছে পৌঁছার জন্য আপনি আগ্রাহী হবনে, তাঁর কাছে পৌঁছার রাস্তা সন্ধান করবনে এবং পরপিূর্ণভাবে তাঁর আনুগত্য পালন করবনে।

আর যদি আপনি আল্লাহকে সম্মান করনে: তাহলে আপনি তাঁকে ভয় করবনে, যখনি কোন গুনাহ করার আকাঙ্ক্ষা মনে জাগবে আপনি স্রষ্টার মহত্ত্ব অনুভব করে সে গুনাহ থকেে বরিত থাকবনে। "নশ্চিয় মহলিা তাকে আকাঙ্ক্ষা করছেলি এবং তনিওি মহলিাকে আকাঙ্ক্ষা করতনে; যদি না তনিওি স্বীয় রবরে নদির্শন দখেতে পতেনে।"[সূরা ইউসূফ, আয়াত: ২৪] সুতরাং আপনি যদি কোন পাপকাজ করার মনস্থ করনে এবং আল্লাহকে আপনার সামনে ভবেে ভয় পয়েে যান, ভীত হয়ে পড়নে ও পাপ থকেে দূরে সরে আসনে তাহলে এটি আপনার প্রতি আল্লাহর নয়োমত। যহেতেু আপনি আগ্রহ ও ভয় দুটোর মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করতে পারলনে।[শাইখ উছাইমীনরে ফতোয়াসমগ্র (৮/১৭, ১৮)]

৩. নবীগণ, আলমেসমাজ ও তাকওয়াবান লোকরো ভয় ও আশা নয়িে আল্লাহর ইবাদত করছেনে এবং তাদরে ইবাদতরে মধ্যে আল্লাহর ভালবাসাও থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি এ তনিটরি কোন একটকিে ধারণ করে আল্লাহর ইবাদত করবে সে বদিআতী; এ অবস্থা তাকে কুফুরীর দকিওে নয়িে যতেে পারে। ফরেশেতা, নবী ও নকেকার লোকদরে দোয়াকালীন অবস্থা উল্লখে করতে গয়িে আল্লাহ তাআলা বলনে: "তারা যাদরেকে ডাকে তারাই তো তাদরে রবরে নকৈট্য লাভরে উপায় সন্ধান করে য, তাদরে মধ্যে কে কত নকিটতর হতে পার, আর তারা তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে এবং তাঁর শাস্তকিে ভয় কর।"[সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ৫৭] আল্লাহ তাআলা আরও বলনে: "তারা সৎকাজে ঝাঁপয়িে পড়ত, আর তারা আগ্রহ ও ভীতরি সাথে আমাকে ডাকত এবং তারা ছলি আমার কাছে ভীত-অবনত।"[সূরা আম্বয়িা, আয়াত: ৯০]

ইবনে জারীর তাবারী বলনে: "আগ্রহ" এর দ্বারা উদ্দশ্যে হচ্ছে- তারা তাঁর ইবাদত করত তাঁর রহমত ও অনুগ্রহ পাওয়ার আশা আগ্রহ নয়িে। "ভীতরি সাথে" অর্থাৎ তাঁর ইবাদত বর্জন ও নষিধে লঙ্ঘন করত না তাঁর শাস্তরি ভয়ে। আমরা যে তাফসরি করছে এ তাফসরি অপরাপর তাফসরিকারকগণ উল্লখে করছেনে।[তাফসরিে তাবারী (১৮/৫২১)]

ইবনে কাছরি বলনে: "তারা সৎকাজে ঝাঁপয়িে পড়ত" অর্থাৎ নকেকাজ ও ভালকাজে।

“আর তারা আগ্রহ ও ভীতরি সাথে আমাকে ডাকত”। ছাওরী বলনে: অর্থাৎ আমার কাছে যা আছে সটো পাওয়ার আগ্রহ নয়িে এবং আমার কাছে আরও যা আছে সটোকে ভয় কর।ে

“তারা ছলি আমার কাছে ভীত-অবনত”। ইবনে আব্বাস থকেে আলী বনি আবু তালহা বর্ণনা করনে য:ে অর্থাৎ আল্লাহ যা নাযলি করছেনে সটোর উপর বশি্বাস রখে।ে মুজাহদি বলনে: প্রকৃত ঈমানদার হয়।ে আবুল আলয়িা বলনে: ভীত-সন্ত্রস্ত হয়।ে আবু সনিান বলনে: অন্তররে অনবিার্য ভয়কে বলা হয়- খুশু; যে ভয় কখনো অন্তর থকেে বচ্ছিন্নি হয় না। মুজাহদি থকেে আরও বর্ণতি আছে য,ে অর্থাৎ বনিীত হয়।ে হাসান, কাতাদা ও আল-দাহহাক বলনে: আল্লাহর প্রতি অবনত হয়।ে উল্লখেতি উক্তগিুলো প্রত্যকেটি একটি অপরটরি কাছাকাছি।[তাফসরিে ইবনে কাছরি (৫/৩৭০)]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা বলনে:

“এ আলোচেনা থকেে ঐ ব্যক্তরি কথার অস্পষ্টতা ফুটে উঠ,ে যনিি বলনে: ‘আমি জান্নাতরে লোভে কংিবা জাহান্নামরে ভয়ে আপনার ইবাদত করছি না; বরং আমি আপনার দর্শনরে লোভে আপনার ইবাদত করছি।’কারণ এ ব্যক্তি ও তার অনুসারীরা ধারণা করছে য,ে জান্নাত বলতে শুধু পানাহার, পরচ্ছিদে, বয়িসোদী ইত্যাদি মাখলুকাতকে উপভোগ করা বুঝায়। এ বশি্বাসরে কারণে জনকৈ পীর আল্লাহর বাণী “তোমাদরে মধ্যে কউে দুনয়িা চায়, আর কউে আখরোত চায়” শুনে বলনে: “তোমাদরে মধ্যে কউে আল্লাহকে চায়” সটোর উল্লখে কোথায়?! এ পীররে এমন উক্তি গলদ। অপর এক পীর আল্লাহ তাআলার বাণী: “নশ্চিয় আল্লাহ মুমনিদরে জান-মাল জান্নাতরে বনিমিয়ে খরদি করে নয়িছেনে” শুনে বলনে: ‘যদি জান্নাতরে মূল্য হয় জান ও মাল তাহলে আল্লাহর দদিাররে উল্লখে কোথায়?’!

তাদরে এ উক্তগিুলোর কারণ হল- তারা মনে করছনে য,ে জান্নাতরে নয়োমতরে মধ্যে আল্লাহর দদিার থাকবে না। কন্তিু সঠকি সদ্ধিান্ত হচ্ছ-ে সকল নয়োমতরে আধার হচ্ছ-ে জান্নাত। এর মধ্যে সবচয়েে শ্রষ্ঠে নয়োমত হচ্ছ-ে আল্লাহর চহোরা দখো। জান্নাতে এ নয়োমত পাওয়া যাব।ে এর সপক্ষে অনকে সুস্পষ্ট দললি রয়ছে।ে অনুরূপভাবে জাহান্নামবাসী তাদরে রবকে দখেতে পাবে না। তবে এ উক্তকিার যদি তার কথার মর্মার্থটি বুঝতনে; এ কথার উদ্দশ্যে হচ্ছ-ে আপনি যদি জাহান্নাম ও জান্নাত সৃষ্টি নাও করতনে তবুও আপনার ইবাদত করা, আপনার নকৈট্য হাছলি করা আবশ্যক হত। এখানে জান্নাত দ্বারা তার উদ্দশ্যে হচ্ছ-ে য স্থানে আল্লাহর সৃষ্টকিে ভোগ করা হব।ে[মাজমুউল ফাতাওয়া (১০/৬২, ৬৩)]

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলনে: প্রকৃতপক্ষ-ে জান্নাত শুধুমাত্র গাছগাছালি, ফলফলাদি, খাদ্য ও পানীয়, ডাগরচোখা হুর, নদীঝর্ণা, প্রাসাদ ইত্যাদরি নাম নয়। অধকিাংশ মানুষ জান্নাতরে ব্যাপারে ভুল করে থাক।ে বরং জান্নাত হচ্ছ-ে সাধারণ ও পরপিূর্ণ নয়োমতরে স্থান। জান্নাতরে সবচয়েে উত্তম নয়োমত হচ্ছ-ে আল্লাহ তাআলার চহোরা মুবারক দর্শন, তাঁর বাণী শ্রবণ, তাঁর নকৈট্য ও সন্তুষ্টরি মাধ্যমে চক্ষু শীতলকরণ। এ নয়োমতরে সাথে পানাহার ও পোষাকাদরি নয়োমতরে তুলনা চলে না। কারো প্রতি‘আল্লাহর সন্তুষ্টি’ এর সর্বনম্নি পর্যায় জান্নাতরে অন্যসব নয়োমত থকেে অনকে বড়। যমেনটি

আল্লাহ তাআলা বলছেন: “বস্তুতঃ এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হল আল্লাহর সন্তুষ্টি।”[সূরা তাওবা, আয়াত: ৭২] এখানে হ্যাঁ-বোধক বাক্যে رضوان শব্দটিকে ‘নাকরো’ (অনির্দিষ্ট) আনা হয়েছে। অর্থাৎ বান্দার প্রতি তাঁর যে কোন প্রকারের সন্তুষ্টি সেটি জান্নাতের চেয়েও বড়। কবি বলেন:

আপনার পক্ষ থেকে অল্পই আমাকে তুষ্ট করবে... কিন্তু আপনার অল্পকে অল্প বলা যায় না।

আল্লাহর দিদার এর ব্যাপারে হাদিসে এসেছে- “আল্লাহর শপথ, আল্লাহ তাদেরকে তাঁর চেহারা দর্শনের চেয়ে প্রিয় কিছু দেননি।” অপর এক হাদিসে এসেছে- “যখন তিনি তাদেরকে দেখা দিবেন এবং তারা সরাসরি তাঁর চেহারা দেখতে পাবে। তাঁকে দেখে তারা অন্য যেসব নেয়ামতের মধ্যে আছে সেগুলোর কথা ভুলে যাবে, বেখেয়াল হয়ে যাবে এবং সে সবের দিকে দৃষ্টিও ফেলবে না।”

কোন সন্দেহ নেই বিষয়টি এমনই। মানুষের চিন্তায় ও কল্পনায় যা আসতে পারে এটি এর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম নেয়ামত; বিশেষত যারা আল্লাহর ভালবাসায় অনুরক্ত তারা যখন ভালবাসার সাহচর্যে সফলকাম হবে। কারণ “ব্যক্তি যাকে ভালবাসে তার সাথে থাকবে” । এ বিধানের কোন ব্যতিক্রম নেই; বরং এটি সুনিশ্চিত। আর কোন্ নেয়ামত, স্বাদ, চক্ষুশীতলতা ও সফলতায় সেই সাহচর্যের নেয়ামত, স্বাদ ও চক্ষুশীতলতার চেয়ে বড় হতে পারে! যে সত্তার চেয়ে মহান, পরিপূর্ণ ও সুন্দর আর কিছু নেই তাঁর সাহচর্যের উপরে কি আর কোন চক্ষু শীতলতা আদৌ আছে?

আল্লাহর শপথ! এই জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রাণান্তকর সাধনা করেছেন মাহবুবগণ এবং এই ঝান্ডার লক্ষ্য পানে ছুটে চলেছেন আরেফীনগণ। এটি জান্নাত ও জান্নাতী জীবনের রূহ। এর দ্বারা জান্নাত ধন্য হয়েছে। এর ভিত্তিতে জান্নাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সুতরাং এ কথা কিভাবে বলা যেতে পারে যে, “জান্নাতের আশায় ও জাহান্নামের ভয়ে আল্লাহর ইবাদত করা যাবে না?!

একই রকম কথা জাহান্নামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য (আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে হেফাযত করুন)। জাহান্নামীদের শাস্তির মধ্যে রয়েছে- আল্লাহর দিদার থেকে বঞ্চিত হওয়া, আল্লাহর লাঞ্ছনা, ক্রোধ, অসন্তুষ্টির শিকার হওয়া এবং তাঁর তাদেরকে দূরে তাড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি শাস্তি জাহান্নামের আগুনে তাদের দেহ ও রূহ পোড়ানোর চেয়েও কঠিন। বরং তাদের অন্তকরণে আগুনের দহন তাদের দেহের উপরের দহনকে অবধারিত করে দিয়েছে। তাদের অন্তর থেকেই আগুন তাদের দেহে ছড়িয়েছে।

নবী-রাসূল, সিদ্দিকীন, শুহাদা, সালেহীন প্রত্যেকেই জান্নাত আকাঙ্ক্ষা করতেন এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাইতেন। আল্লাহই আমাদের আশ্রয়। তাঁর উপরই আমরা নির্ভর করছি। কোন শক্তি ও সামর্থ্য নেই আল্লাহ ছাড়া। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম অভিভাবক।[মাদারিজুল সালেকীন (২/৮০,৮১)]

৫. এ উক্তটিরি উদ্দশ্যে হচ্ছ-েজান্নাত ও জাহান্নামরে সৃষ্টকিে হালকাভাবে দখো। অথচ আল্লাহ তাআলা নজিইে জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করছেনে। জান্নাত ও জাহান্নামরে জন্য এর অধবিাসীদরেকে প্রস্তুত করছেনে। জান্নাতরে মাধ্যমে জান্নাতবাসীকে ইবাদতরে প্রতি উদ্বুদ্ধ করছেনে এবং জাহান্নামরে মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টকিূলকে তাঁর অবাধ্যতা থকেে ও কুফরী থকেে ভীতি প্রদর্শন করছেনে।

৬. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নজিইে আল্লাহর কাছে জান্নাত চাইতনে এবং জাহান্নাম থকেে আশ্রয় প্রার্থনা করতনে। তাঁর সাহাবীবর্গকে জান্নাত চাওয়া ও জাহান্নাম থকেে আশ্রয় প্রার্থনা শক্ষিা দতিনে। এভাবে আলমেসমাজ ও ইবাদতগুজার ব্যক্তরিা ওয়ারশিসূত্রে এটি পয়েছেনে। এর মধ্যে তারা আল্লাহর মহব্বতরে কোন কমতি দখেনেনি কংিবা তাদরে ইবাদতরে মর্যাদাতওে কোন ঘাটতি দখেনেনি।

আনাস (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচয়েে বশেি দুআ করতনে "হে আল্লাহ! আমাদরেকে দুনয়িাতে কল্যাণ দনি, আখরোতওে কল্যাণ দনি এবং আমাদরেকে জাহান্নামরে আগুন থকেে বাঁচান।"[সহহি বুখারী (৬০২৬)]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তকিে বলনে: আপনি নামাযে কি বলনে? তনিি বলনে: আমি তাশাহুদ পড়ি, এরপর আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করি এবং জাহান্নাম থকেে আশ্রয় প্রার্থনা করি। তবে আমি আপনার চুপচিুপি পাঠ কংিবা মুয়ায (অর্থাৎ ইবনে জাবাল) এর চুপচিুপি পাঠরে কছিুই বুঝি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: "আমরাও একই রকম কছিু চুপসিারে পাঠ করি।"[সুনানে আবু দাউদ (৭৯২), সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৮৪৭) এবং আলবানি সহহি ইবনে মাজাহ গ্রন্থ হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

বারা ইবনে আযবে (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "যখন তুমি বছিানায় আসবে তখন নামাযরে মত করে অজু কর। এরপর ডান কাতে শয়ন কর। এরপর বল: হে আল্লাহ! আমি আমার প্রাণ আপনার কাছে সমর্পন করছি। আমার সকল সদ্ধিান্ত আপনার কাছে অর্পন করছি। আগ্রহ ও ভয় নয়িে আমার পঠি আপনার কাছে পশে করছি (আপনার উপর নর্িভর করছি)। আপনি ছাড়া আপনার কাছে আশ্রয় কংিবা আপনার কাছ থকেে মুক্তি দয়োর কউে নইে। আমি আপনার নাযলিকৃত কতিাব ও প্ররেতি নবীর উপর ঈমান এনছে। তুমি যদি এ অবস্থায় মারা যাও তাহলে তুমি ফতিরতরে উপর (তথা ইসলামরে উপর) মারা গলে। তাই তোমার সর্বশষে কথা যনে এ বাক্যগুলো হয়।"[সহহি বুখারী (৫৯৫২) ও সহহি মুসলমি (২৭১০)]

শাইখ তক্বী উদ্দনি সুবকী (রহঃ) বলনে:

ইবাদতগুজার ব্যক্তগিণ নানা ধরণরে হয়ে থাকে। কউে আছনে আল্লাহর ইবাদত করনে তাঁর সত্তার কারণে।তনিি যদি জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি নাও করতনে তবু তনিইি ইবাদতরে হকদার- এ বশি্বাসরে কারণ;? এটি সইে উক্তকিাররে উক্তরি

ভাব যনিি বলনে: ‘আমরা আপনার শাস্তরি ভয়ে আপনার ইবাদত করছি না এবং আপনার জান্নাতরে লোভওে ইবাদত করছি না। বরং আমরা আপনার ইবাদত করছি আপনি ইবাদত পাওয়ার হকদার হওয়ার কারণে। তা সত্ত্বওে এই উক্তকিারক আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করে ও জাহান্নাম থকেে আশ্রয় পার্থনা করে। কন্তিু কছিু লোক না জনেে মনে করে যে, তনিি এমন কোন দুআ করনে না। এটি অজ্ঞতা। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করে না এবং জাহান্নাম থকেে আশ্রয় প্রার্থনা করে না সে সুন্নাহ বরিোধী আমল করে। কারণ জান্নাত প্রার্থনা করা ও জাহান্নাম থকেে আশ্রয় প্রার্থনা করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আদর্শ। এবং আরকেটি দললি হচ্ছে- ঐ লোকরে কথা যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল: সে আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করে ও জাহান্নাম থকেে আশ্রয় প্রার্থনা করে। এবং আরও বলল যে, আমি আপনার চুপসিাররে পাঠ ও মুয়ায (রাঃ) এর চুপসিারে পাঠরে কছিুই বুঝি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: আমরাও চুপসিারে এ বষিয়ক দুআ পড়ি।

পূর্বপর সকলরে নতো তনিি যদি এ কথা বলে থাকনে এরপরও যে ব্যক্তি এর বপিরীত কছিু বশি্বাস করে সে ব্যক্তি ধোকাবাজ মূর্খ।

আহলে সুন্নাহর আদব হচ্ছে- চারটি; যগেুলো না হলে নয়: রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে অনুসরণ। আল্লাহর কাছে দন্যৈতা প্রকাশ। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া এবং মৃত্যু পর্যন্ত এর উপর ধর্যৈ ধারণ করা। যমেনটি বলছেনে, সাহল বনি আব্দুল্লাহ আল-তাসাত্তুরি এবং তনিি ঠকিই বলছেনে।[সুবকীর ফতোয়াসমগ্র (২/৫৬০)]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা (রহঃ):

আল্লাহ তাঁর ওলদিরে জন্য যা কছিু প্রস্তুত রখেছেনে সটো জান্নাতরে অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর সাক্ষাৎ পাওয়া জান্নাতরে নয়োমত। তাই সৃষ্টকিুলরে সর্বোত্তম ব্যক্তি আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করতনে এবং জাহান্নাম থকেে আশ্রয় চাইতনে। যখন তনিি তাঁর জনকৈ সাহাবীকে জজ্ঞিসে করলনে সে নামাযে কি বলে? তখন সে বলল: আমি আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করি এবং জাহান্নাম থকেে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি আপনার চুপসিারে পাঠ কংিবা মুয়াজরে চুপসিারে পাঠরে কছিুই জানি না। তখন তনিি বললনে: আমরাও এ রকম কছিুই চুপসিারে পাঠ করি।[মাজমুউল ফাতাওয়া (১০/২৪১)]

৭. যে ব্যক্তি ভয় ও আশা ব্যতীত শুধু ভালবাসা থকেে আল্লাহর ইবাদত করতে চায় তার দ্বীনদারি আশংকাজনক অবস্থায় আছে। সে ব্যক্তি চরম পর্যায়রে বদিাতী। এমনকি সে মুসলমি মল্লিাত থকেওে বরেয়িে যতেে পারে। বড় বড় ইসলামবদ্বিষেীরা বলত: আমরা ভালবাসা থকেে আল্লাহর ইবাদত করি। যদি এটি আমাদরেকে জাহান্নামে নয়িে যায় তবুও!! তাদরে কউে কউে বশি্বাস করত নছিক ভালবাসার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। এদকি থকেে এটি ইহুদি ও খ্রস্টিানদরে বশি্বাসরে সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা তাদরে সম্পর্কে বলতে গয়িে বলনে: “ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রয়িজন। আপনি বলুন, তবে তনিি তোমাদরেকে পাপরে বনিমিয়ে শাস্তি দবিনে কনে? বরং তোমার অন্যান্য সৃষ্ট

মানবরে অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মানুষ। তনিি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করনে এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করনে। নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়রে মধ্যে যা কছিু আছ,ে তাতে আল্লাহরই আধপিত্য রয়ছেে এবং তাঁর দকিইে প্রত্যাবর্তন করতে হব।ে”।[সূরা মায়দিা, আয়াত: ১৮]

তকি উদ্দনি সুবকি (রহঃ) বলনে:

পক্ষান্তর,ে যে ব্যক্তি শুধু ভালবাসা থকেে আল্লাহর ইবাদত করে তার অজ্ঞতা এর চয়েে বশেি। সে বশি্বাস করে য,ে আল্লাহর কাছে তার বশিষে মর্যাদা রয়ছে।ে এর মাধ্যমে সে দাসত্বরে দুর্বলতা, নকিৃষ্টতা ও জল্লিতি থকেে ভালবাসার শীর্ষে উন্নীত হয়ছে।ে যনে সে নজিরে ব্যাপারে নরিাপদ। যনে সে তার রবরে কাছ থকেে প্রতশি্রুতি পয়েছে য,ে সে শুধু ডানপন্থী নয়; বরং মুকাররবিীন (নকৈট্যশীল) এর অন্তর্ভুক্ত। কক্ষনো নয়; বরং সে সর্বনম্নি স্তররে একজন।

বান্দার কর্তব্য হচ্ছ-ে আল্লাহর সাথে শষি্টাচার রক্ষা করা, আল্লাহর সামনে নজিকেে তুচ্ছ, নগন্য ও ছোট মনে করা, আল্লাহর শাস্তকিে ভয় করা। আল্লাহর প্রতশিোধ থকেে নজিকেে নরিাপদ মনে না করা। আল্লাহর অনুগ্রহরে আশা করা। তাঁর সাহায্য চাওয়া। নজিরে প্রবৃত্তরি বরিুদ্ধওে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া। অনকে চষ্টো সাধনা করে ইবাদত করার পরওে এ কথা বলা য,ে হে আল্লাহ! আপনার ইবাদত যথাযথভাবে আদায় করতে পারনি। নজিরে দুর্বলতার স্বীকারোক্তি দয়ো। নামাযে যসেব দুর্বলতা হয় সগেুলোর দকিে ইঙ্গতি করে নামাযগুলোর শষেে ইস্তগিফার করা। শষে রাতে দীর্ঘসময় ধরে কয়িামুল লাইল আদায় করার পর এর মধ্যে যসেব ত্রুটি হয়ছেে সগেুলোর দকিে ইঙ্গতি করে ইস্তগিফার করা। আর যে ব্যক্তি আদৌ কয়িামুল লাইল করনে িতার অবস্থা কমেন হওয়া চাই?! [ফাতাওয়াস সুবকি (২/৫৬০)]

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলনে:

(وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا) (অর্থ- ভয় ও আগ্রহ নয়িে তাঁকে ডাক) এ আয়াতরে ব্যাখ্যায় বলনে: আল্লাহ নর্দিশে দচ্ছিনে যনে মানুষ সতর্ক থাক,ে ভীত থাকে এবং আল্লাহর প্রতি আশাবাদী থাক।ে মানুষরে মধ্যে ভয় ও আশা যনে একটি পাখরি দুটো ডানার মতো। যে ডানাদ্বয় তাকে সরল পথে অবচিল রাখব।ে যদি কউে শুধু একটি ডানার উপর নর্ভির করে তাহলে সে ধ্বংস হয়ে যাব।ে আল্লাহ তাআলা বলনে: “আপনি আমার বান্দাদরেকে জানয়িে দনি য,ে আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। এবং এটাও জানয়িে দনি য,ে আমার শাস্তি বড় যন্ত্রনাদায়ক।[সূরা হজির, আয়াত: ৪৯, ৫০][তাফসরিে কুরতুবী, (৭/২২৭)]

প্রয়ি ভাই, আপনার অপরহিার্য কর্তব্য হচ্ছ-ে আপনার ইবাদত বন্দগেীর ক্ষত্রেে নবীগণ ও পূর্ববর্তী নকেকোরদরে পথ অনুসরণ করা। আল্লাহ আপনার উপর যসেব ইবাদত পালন করা ফরজ করছেনে সগেুলো আল্লাহ যভোবে পালন করা পছন্দ করনে সভোবে পালন করা। এ ইবাদতগুলো আদায়রে মাধ্যমে আল্লাহর নকৈট্য হাছলি, তনিি আমলকারীদরে জন্য যে সওয়াব প্রস্তুত রখেছেনে সে সওয়াবরে প্রত্যাশা করা এবং কোন ইবাদত পালন বাদ গলেে কংিবা পালনে কোন ত্রুটি হলে সে জন্য আল্লাহর শাস্তরি ভয়ে ভীত থাকা। যে ব্যক্তি দাবী করে য,ে সে আল্লাহকে ভালবাসে সে যনে আল্লাহকে দখোয় য,ে সে তাঁর

নবীর অনুসরণ করে। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেনে: “বলুন, যদি তোমেরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, ফলে আল্লাহও তোমোদরেকে ভালবাসবনে এবং তোমোদরে পাপ মার্জনা করে দবিনে। আর আল্লাহ হলনে ক্ষমাশীল ও দয়ালু।”[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১]

আল্লাহই ভাল জাননে।